তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩৩

**দেশের আট বিভাগে ৮৩৩৫টি কোভিড জেনারেল বেড এবং**

**৪৫৯টি ডেডিকেটেড আইসিইউ বেড খালি**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 করোনার সময়ে দেশের ৮ বিভাগের হাসপাতালগুলোর মধ্য থেকে এই মুহুর্তে মোট ৮ হাজার ৩৩৫টি কোভিড জেনারেল বেড এবং ৪৫৯টি কোভিড আইসিইউ বেড খালি হয়েছে।

 হাসপাতালগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের ৮ বিভাগে এই মুহুর্তে মোট কোভিড ডেডিকেটেড শয্যাসংখ্যা ১২ হাজার ৩৬৫ টি এবং মোট আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১০৮৪ টি। এগুলোর মধ্য থেকে বহু সংখ্যক রোগী চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ায় এখন উল্লিখিত বেডগুলো খালি হয়েছে।

 উল্লেখ্য, আট বিভাগের মধ্যে ঢাকা মহানগর হাসপাতালগুলোতে মোট জেনারেল বেড সংখ্যা ৫ হাজার ৬৪৪টির মধ্যে খালি রয়েছে ৩ হাজার ৪১৩টি, মোট আইসিইউ ৭৬৯টির মধ্যে খালি রয়েছে ৩২৮টি। এই হাসপাতালগুলোর মধ্যে সরকারি ১৩টি এবং বেসরকারি ১৩টি হাসপাতাল রয়েছে।

 ঢাকা মহানগরের ১৩টি কোভিড ডেডিকেটেড সরকারি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যার পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৭০৫টি বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ২৪৫টি, মোট আইসিইউ ২০টির মধ্যে কোনো বেড এখন খালি নেই। বিএসএমএমইউ এর মোট ২৩০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১১৫টি, মোট আইসিইউ ২০টি বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৪টি, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের মোট ৩০০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৪৬টি, মোট আইসিইউ বেড ১০টির মধ্যে কোন বেড খালি নেই, মুগদা জেনারেল হাসপাতালের মোট ৩৬০টি জেনারেল বেডের মধ্যে বর্তমানে খালি রয়েছে ২৩০টি, মোট আইসিইউ বেড ১৯টির মধ্যে খালি আছে মাত্র ১টি, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের মোট ১৬৯টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি আছে ১০৭টি এবং মোট ২৬টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৪টি, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালের মোট ১৭৪টি সাধারণ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৯৫টি এবং মোট ১৬টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৫টি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মোট ২৮৮টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৮৩টি এবং মোট ১০টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১টি, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মোট ৯৪টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৭৪টি এবং ৬টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১টি, রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের মোট ৪৮৫টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৩৬৪টি এবং মোট ১৫টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১০টি। সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের মোট ১০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৮টি, এন.আই.সি.ভি.ডি হাসপাতালের মোট ১৩৭টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১২১টি, টিবি হাসপাতালের মোট ২০০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৮৭টি এবং মোট ৫টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৪টি, ডিএনসিসি হাসপাতালের মোট ২০০টি জেনারেল বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ৭৬টি এবং মোট ১০০টি আইসিইউ বেডের মধ্যে খালি রয়েছে ১৮টি।

#

মাইদুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩২

**১০ মে'র মধ্যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধের আহবান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 ১০ মে এর মধ্যে গার্মেন্টসসহ সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ঈদুল ফিতরের বোনাস এবং এপ্রিল মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয় নগরের শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটি টিসিসি কমিটির ৬৭তম সভা এবং আরএমজি টিসিসি কমিটির ৮ম সভার সভাপতির বক্তৃতায় মালিকদের প্রতি এ আহ্বান জানান।

 মালিক এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে করোনা ভ্যাকসিন প্রদানে শ্রমিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার দাবি প্রেক্ষিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, তিনি শ্রমিকদের ভ্যাকসিন প্রদানে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করবেন। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে করোনা মহামারির এই দুর্যোগকালে শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিমন্ত্রী কোনো কারখানার শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন বকেয়া থাকলে সেগুলোও ঈদের আগেই প্রদান এবং সুবিধামতো জোনভিত্তিক ছুটির ব্যবস্থা করতে মালিকদের পরামর্শ প্রদান করেন।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী শ্রমিকদের কঠোর স্বাস্থ্যবিধি পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতায় সকলে নিরাপদ থাকতে পারবো। সকলের সহযোগিতায় করোনা মোকাবেলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে পারবো।

 টিসিসি সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আবদুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব ড. রেজাউল হক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জয়নুল আবেদীন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ খান, শিল্প পুলিশের ডিআইজি মোঃ মাহবুবুর রহমান, বিজিএমইএ এর সিনিয়র সহ সভাপতি এস এম মান্নান কচি, সহসভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম, নাছির উদ্দীন, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি নুর কুতুব আলম মান্নান, আইবিসির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্রমিক নেতা সালাউদ্দীন স্বপন, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি এবং আইএলও প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩১

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ লাখ ৭ হাজার ৫৪৯ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৫৪৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ১০ জন এবং দ্বিতীয় ডোজে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৩৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। প্রথম ডোজে ৭ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ৬৬ হাজার ১০১ জন পুরুষ এবং ৪১ হাজার ৪৩৮ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

 এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৮৬ লাখ ২৫ হাজার ৩৫০ জন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ৩৬ লাখ ৮ হাজার ৭৬৭ জন পুরুষ এবং ২২ লাখ ১০ হাজার ৮৮৯ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ১৮ লাখ ২১ হাজার ২৪ জন পুরুষ এবং ৯ লাখ ৮৪ হাজার ৬৭০ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, ২৯ এপ্রিল ২০২১ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৭২ লাখ ৪৮ হাজার ৩৫৬ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩০

**সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে ১০ কোটি টাকা দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীর**

**প্রতি ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কৃতজ্ঞতা**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 করোনা মহামারির এসময়ে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ কোটি টাকা দেয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে'র দেশব্যাপী সকল ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

 আজ লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতৃবৃন্দ এ কৃতজ্ঞতা জানায়। এর আগে করোনাকালীন সহায়তা হিসেবে সারাদেশে ৩ হাজার ৩শ’ ৫০ জন সাংবাদিকের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদানের কথাও বিজ্ঞপ্তিতে স্মরণ করা হয়। একইসাথে সাংবাদিকদের এই সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করায়  তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদকে ধন্যবাদ জানায় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।

 তারা বলেন, আগের মতো এবারও সাংবাদিকবান্ধব মানবিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের আবেদন বিবেচনায় নিয়ে করোনার ভয়াবহ সংক্রমণের এই দুঃসময়ে ১০ কোটি টাকা প্রদান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সহায়তাকে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটানসহ উপমহাদেশের কোথাও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি কোনো সরকার প্রধানের এ ধরনের মমত্ববোধের নজির নেই।

 বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আবদুল মজিদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন- ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন- সিইউজে সভাপতি মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক ম. শামসুল ইসলাম, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন- কেইউজে সভাপতি মুন্সী মাহবুব আলম সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক সায়েদুজ্জামান সম্রাট, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়ন- জেইউজে সভাপতি ফারাজি আহমেদ সাঈদ বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক এইচ আর তুহিন, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়ন- বিএইউজে সভাপতি আমজাদ হোসেন মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জেএম রউফ, রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন- আরইউজে সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তানজিমুল হক, ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়ন- এমইউজে সভাপতি আতাউল করিম খোকন, সাধারণ সম্পাদক মীর গোলাম মোস্তফা, কক্সবাজার সাংবাদিক ইউনিয়ন- সিবিইউজে সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক জাহেদ সরওয়ার সোহেল, নারায়ণগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়ন- এনইউজে সভাপতি আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক  আমির হোসেন স্মিত, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়ন- জেইউকে সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক  জামিল হাসান,  খোকন এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এসকল কথা বলেন।

#

আকরাম/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২৯

**প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাড়ানোর তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের চলমান ‌প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, প্রকল্পে যেখানে ধীরগতি রয়েছে, সেখানে গতি আনতে হবে। এক্ষেত্রে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। সরকার কোভিড-১৯ কালে স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতের মতো শিল্পখাতকেও অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছে, তাই আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এ খাতের অগ্রগতি ধরে রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সাবধানতা অবলম্বন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। করোনাকালে লকডাউনে ভার্চুয়ালি সভা করে প্রকল্পের কাজের তদারকি বাড়াতে হবে।

 শিল্পমন্ত্রী আজ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানরা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকরা ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

 সভায় জানানো হয়, সারের সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার জন্য ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে পাঁচটি বাফার গোডাউন হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি আটটি বাফার গোডাউনের কাজ চলতি বছরের মধ্যেই শেষ হবে। এছাড়া সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমাপ্তির জন্য ১৩টি প্রকল্পের তালিকা করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প জুন ২০২১ সালের মধ্যে শেষ হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ও আলোচনামূলক কার্যক্রম অনলাইন বা ভার্চুয়ালি পরিচালনা করতে সভায় নির্দেশা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অস্থায়ীভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম ও বিএসইসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজী ওয়্যার লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকায়নকরণ শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

 সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, অস্থায়ীভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম, সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার জন্য বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ অতিদ্রুত শেষ করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন করপোরেশনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করতে হবে। করোনা মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাইকে কাজ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২০২৮

**রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল থেকে ৬ মে**

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ‘বিশেষ সেবা সপ্তাহ’**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সরকারি দপ্তরসমূহে ‘বিশেষ সেবা সপ্তাহ’ পালনের অংশ হিসেবে ৩০ এপ্রিল থেকে ৬ মে ২০২১ পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহে ‘বিশেষ সেবা সপ্তাহ’ পালন করা হবে। ‘বিশেষ সেবা সপ্তাহ’ পালনের জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থা স্ব স্ব সেবা নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পবিত্র রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ জনসাধারণের প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়কে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয় করোনা মহামারিকালে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে বাজার মনিটরিং কার্য্ক্রম জোরদার করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য বন্দরসমূহসহ সকল পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট রাখার লক্ষ্যে সমন্বয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

 টিসিবি ‘বিশেষ সেবা সপ্তাহ’ উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী অধিক পরিমাণ জনগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেবে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) পণ্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ ট্রাকসেল বিক্রয় কার্যক্রম বৃদ্ধি করবে। কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ এবং সেবা সপ্তাহ উল্লেখপূর্বক ট্রাকসেলে বিশেষ ব্যানার ব্যবহার করবে।

 জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ ও সরবরাহ, ন্যায্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী শুক্র ও শনিবারসহ সাতদিন বাজার তদারকি কার্যক্রম জোরদার করবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দোকান ও প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানানো ও প্রদর্শন করার বিষয়টি জনস্বার্থে নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার তদারকি ও অভিযান পরিচালনাকালে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড জোরদার করবে। বাজার অভিযান পরিচালনাকালে হ্যান্ডমাইকের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং ‘মাস্ক পরিধান করুন, সুস্থ থাকুন’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করবে।

 বিশেষ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানির বিপরীতে ইস্যুকৃত সকল সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও), জিএসপি, সাপটা, সাফটা, আপটা আবেদনের তারিখের মধ্যে সেবা প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হবে। এছাড়া রপ্তানি বিষয়ক যে কোন পরামর্শ প্রদানের জন্য ‘পরামর্শ ডেস্ক স্থাপন’ করা হবে।

 যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর সিংগেল প্রসেস প্রক্রিয়ায় কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনে সেবা গ্রহীতাদের অনলাইনে আবেদন পূরণে সহায়তা করবে এবং ২ দিনের মধ্যে মর্টগেজ নিবন্ধন (অনলাইন) কাজ সম্পন্ন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইল-এ সার্টিফিকেট প্রদান করবে। শেয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত পেন্ডিং রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণে ক্র্যাশ কর্মসূচি গ্রহণ এবং দীর্ঘ দিনের পেন্ডিং রিটার্ন নিষ্পত্তিকরণের জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করবে। ভিডিও পোর্টাল উন্মুক্ত করবে এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সার্টিফাইড কপি প্রদান করবে।

 বাংলাদেশ চা বোর্ড চলতি মৌসুমে দেশে চায়ের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার জন্য দেশের সকল চা বাগানে ভর্তুকি মূল্যে সার বিতরণে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম এবং অন-লাইন চা রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান অব্যাহত রাখবে। ২০২১-২০২২ নিলাম বর্ষের নিলাম কার্যক্রম চট্টগ্রাম ও শ্রীমঙ্গলে ৩ মে ২০২১ তারিখে শুরু হবে এবং ‘দুটি পাতা একটি কুড়ি’ এবং ‘চা সেবা’ অ্যাপস দু’টির মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায় চায়ের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে। চলতি মৌসুমে দেশে চায়ের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার জন্য চা বাগানের মৃত্তিকা পরীক্ষা, চায়ের নমুনা পরীক্ষা এবং পেষ্টিসাইড অ্যানালাইসিস করে চা উৎপাদন সংশ্লিষ্টদের উপদেশ প্রদান অব্যাহত রাখবে এবং চায়ের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার জন্য চা বাগানসমূহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চা উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

#

বকসী/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২০২৭

**করোনা মোকাবেলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, করোনা মোকাবেলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার করোনার প্রভাবে কর্মহীনদের কষ্টলাঘবে লাখ লাখ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। তবে সবাইকে নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেদেরকেই সুরক্ষিত রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে আমাদের করোনা মোকাবেলা করতে হবে।

 আজ বরিশাল সদর উপজেলা মিলনায়তনে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডায়রিয়া রোগীদের আইভি স্যালাইন ও কর্মহীনহীনদের ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 বরিশালের জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা সিভিল সার্জন ডা. মনোয়ার হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুনিবুর রহমান, মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব মাহমুদুল হক খান মামুনসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বরিশাল সদর জেনারেল হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীদের ১০০০ আইভি স্যালাইন, ১০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ১০০ হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়৷ এছাড়া করোনায় কর্মহীন ১০০ পরিবারের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়।

#

আসিফ/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২৬

**৩৫ লাখ পরিবারকে আগামী ২ মে থেকে ইএফটি এর**

**মাধ্যমে অর্থ সহায়তা সরাসরি প্রেরণ করা হবে**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের ৩৫ লাখ অতিদরিদ্র পরিবারকে সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

 অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ জানানো হয়, চলমান করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লাখ নিম্নআয়ের পরিবারকে পরিবার প্রতি ২৫০০ টাকা করে মোট ৮৮০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আগামী ২ মে ২০২১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। এ ৩৫ লাখ পরিবারকে ইএফটি এর মাধ্যমে তাদের নির্দিষ্ট মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে বা ব্যাংক একাউন্টে অর্থ সহায়তা সরাসরি প্রেরণ করা হবে।

 উল্লেখ্য, ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে যে সকল নিম্নআয়ের লোকজন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কর্মহীন হয়ে পড়েছিল তাদেরকে সহায়তার জন্য ‘নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান’ কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। ২০২০ সালে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লাখ নিম্নআয়ের পরিবারকে পরিবারপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে ৮৮০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা সরাসরি উপকারভোগীর মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে বা ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করা হয়েছিল।

 অতিদরিদ্র, কর্মহীন নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী যাতে এ কার্যক্রমের আওতায় আসে সে লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্যোগপ্রবণ, অতিদরিদ্র এলাকা এবং জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক ইত্যাদি পেশার নিম্নআয়ের লোকজন যাতে এ আর্থিক সহায়তা পায় তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে কেবল প্রকৃত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী এ অর্থ পায়।

#

গাজী তৌহিদুল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২০২৫

**৫জি ব্যবহার করে কৃষি ও শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ৫জি শুধু উচ্চগতির ডিজিটাল সংযোগই নয় এটি ডিজিটাল যুগের আধুনিক প্রযুক্তির মেরুদণ্ড। ২০২১ সালের মধ্যে ৫জি যুগে প্রবেশে বাংলাদেশ সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। এটি ব্যবহার করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে; কৃষি ও শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে একটি নতুন যুগ তৈরি করবে। তিনি বলেন, কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশকে ডিজিটাল যুগে নেতৃত্ব দেবার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে হুয়াওয়ে আয়োজিত হুয়াওয়ে ক্যারিয়ার কংগ্রেস ২০২১, বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সিইও ঝুয়াং ঝ্যাংজুন, ওয়াইন্ড স্পেস কনসালটিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্কট ডব্লিউ মাইন হ্যান, আইটিইউ এর এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা আমির রিয়াজ বক্তৃতা করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী, ২০১৮ সালে দেশে ৫জি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হুয়াওয়ের সহযোগিতার প্রশংসা করে বলেন, এটি ছিলো আমাদের জন্য খুব বড় একটা অভিজ্ঞতা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শে ২০২১ সালের মধ্যে ৫জি চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি পৃথিবীর কাছে অনুকরণীয় একটি কর্মসূচি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় গত ১২ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল সংযোগ প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কোভিডকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা দেশের জনগণ উপলব্ধি করেছে। এই কর্মসূচির কারণে বৈশ্বিক অতিমারিতেও মানুষের জীবনযাত্রা থেমে থাকেনি। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় মানুষের ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দ্বিগুণ চাহিদা বেড়েছে । তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শতকরা ৯৮ ভাগ মোবাইল নেটওয়ার্ক ফোরজি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কিংবা ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উদ্ভাবন। যে যত বেশি উদ্ভাবন করবে সে তত বেশি লাভবান হবে। তিনি উদ্ভাবন ও তার বাস্তবায়নে করণীয় সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতো না**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর কারণেই আমরা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছি। তাঁর জন্ম না হলে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতো না।

 আজ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ‘মুজিবনগর সরকার, মুক্তিযুদ্ধ ও তরুণ প্রজন্ম’ শীর্ষক আলোচনা সভায় ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল একটাই - তা হলো এদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তিনি তাঁর অদম্য, সাহসী ও দৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর আপোষহীন মনোভাব ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই এদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

 তিনি আরো বলেন, সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করছে। জাতির পিতার আদর্শে কাজ করে যেতে পারলে দেশকে দ্রুতই উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব। তাই আমাদের তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর নীতি- আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গড়ে তুলতে হবে।

 বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মোঃ ছাদেকুল আরেফিন সম্মানিত অতিথি এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ খোরশেদ আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 2023

 **First ever Foreign Office Consultations between**

**Bangladesh and Indonesia held**

Dhaka, April 29:

 Bangladesh and Indonesia held their first ever Foreign Office Consultations (FOC) today. Senior Secretary of Foreign Ministry of Bangladesh Masud Bin Momen and Director General for Asia Pacific and Africa of Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Abdul Kadir Jailani led respective delegations at the consultations.

 The two sides comprehensively reviewed the present status of bilateral relation between the two countries. They agreed to complete the signing of pending MoUs and Agreements on a fast-track basis, pursue sector specific agenda and do the needful to expand the volume of bilateral trade and investment. Both sides stressed on early signing of Preferential Trade Agreement (PTA) within the ambit of which potential export items from both countries would be allowed to enter duty free. Bangladesh requested Indonesia to offer its readymade garments duty free benefits and not to impose safeguard measures on its textile products as has been notified by the Indonesian side.

 With regard to the huge trade imbalance which is in favour of Indonesia, the two countries agreed to exchange business delegations and organize frequent single country and single product trade fairs. Bangladesh sought market access in Indonesia’s Halal trade and investment from Indonesia in the agro processing. Senior Secretary Momen also suggested that the two countries can expand technical cooperation in extraction of marine resources, deep sea fishing and protection of coastal zones.

 Both sides agreed to promote cooperation on matters such as combating corruption, counter-terrorism, science and technology, export promotion, defense cooperation, climate change adaptation and mitigation, ethical migration, parliamentary exchange and pursuing sustainable development goals. It was noted with satisfaction that ordinary passport holders can now visit both countries “free” which stands to contribute immensely to the broadening of the tourism sector.

 The two countries agreed to jointly celebrate the golden jubilee of the diplomatic relations in a befitting manner and jointly organize events, such as, cultural programmes, seminars, high-level visits, trade fairs, introduction of direct flights in the Dhaka-Bali route and translation of biographies of the Father of the Nation of the two countries into Bahasa and Bengali languages.

 Bangladesh sought Indonesia’s continued support on Rohingya repatriation and appreciated the last ASEAN Leaders’ Meeting which also called for early repatriation of Rohingyas to Myanmar. Indonesia assured to stand beside Bangladesh on Rohingya issue.

 On the same day, the two Foreign Ministries also signed an MoU on Cooperation on Diplomatic Capacity Building.

#

Tohidul/Masum/Mosharof/Salim/2021/1800 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২২

**বিষোদগার নয়, একসাথে মানুষের পাশে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 বিষোদগারের রাজনীতি পরিহার করে সরকারের সাথে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিএনপি ও নাগরিক ঐক্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

 ড. হাছান বলেন, ‘আমি মির্জা ফখরুল সাহেব এবং তার জোটের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাবো, প্রতিদিন সরকারের প্রতি বিষোদগার না করে আওয়ামী লীগ যেভাবে জনগণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে, আপনারাও সেভাবে জনগণের পাশে দাঁড়ান এবং আসুন আমরা একসাথে জনগণের জন্য কাজ করি। আমাদের দরজা খোলা আছে, আমরা একসাথে জনগণের জন্য কাজ করতে পারি। কিন্তু আপনারা জনগণের পাশে দাঁড়াবেন না আর প্রতিদিন মিথ্যাচার করবেন, গুজব রটাবেন এটা বরদাস্ত করা যাবে না, কারণ অসত্য কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।’

 ‘আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার খেটে খাওয়া মানুষের সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার গরিব-মেহনতি মানুষের সরকার এবং সেই কারণে আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার দল আজকে খেটে খাওয়া মেহনতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, অন্যদিকে বিএনপি এবং তাদের কিছু মিত্র যারা কখনো ২০ দলীয় জোট আবার কখনো ঐক্যজোট- নানা নামে আবির্ভূত হয়, তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য নাই তারা জনগণের পাশেও নাই।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, আবার যারা নাগরিক ঐক্যের নামে পর্দার অন্তরালে থেকে ভার্চুয়ালি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আর মাঝে মধ্যে ছিঁটেফোঁটা কয়েকজনকে নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন, তাদের মানববন্ধনে লোকসংখ্যা দেখে আমাদের লজ্জা লাগে, মনে হয়- ‘ছোট পরিবার, সুখী পরিবার’।

 ‘তাদের (নাগরিক ঐক্যের) মানববন্ধনে একশ’ লোক হয় না, সেখানে মানুষের জন্য এক ছটাক চাল নিয়েও তারা উপস্থিত হয় না, অথচ সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে’ দুঃখ প্রকাশ করে ড. হাছান বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে অহেতুক সমালোচনা না করে আসুন জনগণের পাশে দাঁড়ান। জনগণকে সহায়তা করাই এখন একমাত্র রাজনীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

 ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মান্নাফীর সভাপতিত্বে এবং ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আজাহার আলীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, সহসভাপতি এডভোকেট নূরুল আমীন রুহুল, সহসভাপতি শরফুদ্দিন আহম্মেদ সেন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুর্শেদ কামাল, প্রচার সম্পাদক আকতার হোসেন, ঢাকা মহানগর উত্তর মহিলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিতু আক্তার প্রমুখ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের হাতে ঈদ উপহার সামগ্রী তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

#

আকরাম/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ হাজার ৯২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৩৪১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫৫ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৩৯৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৭৭ হাজার ১০১ জন।

#

দলিল/মাসুম/মোশারফ/রেজুয়ান/সেলিম/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২০

**তথ্য মন্ত্রী’র আহবানে রাঙ্গুনিয়ায় কৃষকের ধান কেটে দিচ্ছে কৃষকলীগ**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 ধানকাটা শ্রমিকের অভাবে বিপাকে পড়া চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার প্রান্তিক কৃষকদের ধান কেটে ঘরে তুলে দিচ্ছে কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ’র আহবানে তাঁর সংসদীয় এলাকা রাঙ্গুনীয়ার এ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে কৃষকলীগ।

 আজ চট্টগ্রামের শস্যভান্ডার খ্যাত রাঙ্গুনিয়ার গুমাইবিলের ক্ষুদ্র কৃষক আবদুন নবীর জমির ধান কেটে দেয়ার মধ্য দিয়ে উপজেলা কৃষক লীগের ধান কাটা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

 দেশে করোনা সংক্রমণের মধ্যে চট্টগ্রামের শস্যভান্ডার খ্যাত রাঙ্গুনিয়ার গুমাইবিলসহ বিভিন্ন বিলে শুরু হয়েছে ধান কাটার মৌসুম। প্রতিবছর ধান কাটার মৌসুমে উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলবেঁধে ধানকাটা শ্রমিকরা আসেন রাঙ্গুনিয়ায়। কিন্তু এবার করোনার প্রভাব ও লকডাউনে প্রয়োজনীয় শ্রমিক আসেনি। ফলে শ্রমিকের অভাবে ধান কাটা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শস্য ভান্ডার গুমাইবিলের কৃষকরা।

 উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশব্যাপী ‘ধান কাটা উৎসব’ শুরু করেছে কৃষকলীগ।

#

মীর আকরাম/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০১৯

**বিসিক শিল্পনগরীসমূহে মেডিকেল অক্সিজেন, ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয়**

**খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন অব্যাহত**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 বৈশ্বিক অতিমারী করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) শিল্পনগরীসমূহে মেডিকেল অক্সিজেন,  জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, করোনা প্রতিরোধমূলক সামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

 বিসিক শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখার তথ্যমতে সারাদেশে বিসিক-এর ৭৬ টি শিল্পনগরী রয়েছে। এ শিল্পনগরীগুলোর মধ্যে টাঙ্গাইলের তারটিয়ায় অবস্থিত বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিমিটেড করোনা চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন করছে । এ শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশে মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদনকারী চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। কারখানাটিতে প্রতিদিন ১০ হাজার ঘনফুট মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদিত হয় যা টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, গাজীপুরসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

 এছাড়াও বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে করোনা প্রতিরোধমূলক পণ্য, পিপিই, মাস্ক,  স্যানিটাইজার, সাবান ডিটারজেন্ট পাউডার ও ফ্লোর ক্লিনার, জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, হারবাল, ইউনানী ও এনিম্যাল ড্রাগস, শিশুখাদ্য ও গূড়া দুধ, চাল, ডাল , আটা, ময়দা, সুজি, সরিষার তেল, লবণ, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, চানাচুর, চিড়া, মুড়ি, গো-খাদ্য, পোল্ট্রি ফির্ডস, ফিস ফিডস, ফিসিংনেট, সেন্টিফিউগাল পাম্প, কৃষিযন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, কীটনাশক, গুটি ইউরিয়া, দস্তাসার, তৈরি পোশাক, ড্রইংকেমিক্যাল, তুলা উৎপাদন, ইলেকট্রিক ফ্যান, বাল্ব, প্লাস্টিকজাত পণ্য, এ্যালুমিনিয়াম তৈজসপত্রসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

 শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রতিটি জেলায় মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিসিক জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীসমূহের কর্মকর্তা এবং শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং টিম উৎপাদনরত শিল্পকারখানাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করছেন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।

 উল্লেখ্য সারাদেশে বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরীতে উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট রয়েছে  ৪ হাজার ৫৭০টি এবং এর মধ্যে রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা  ৯০১টি।

#

আব্দুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০১৮

**মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' হবে সমৃদ্ধির পথপ্রদর্শক
 - পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সিভিএফ সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে।  এই পরিকল্পনা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির সামগ্রিক পথ দেখাবে। তিনি বলেন, এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি সবুজ, প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান এবং কোভিড-১৯ সংকট পরবর্তী প্রভাব মোকাবিলায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

 মন্ত্রী আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত  ‘জিসিএ, সিভিএফ এবং ভি ২০ ব্রিফিং অ্যান্ড রিপোর্টিং সেশন উইথ দ্যা মিনিস্টার্স’ শীর্ষক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।  কারণ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য বেঁচে থাকার লড়াই।  তিনি বলেন, অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার তার কর্মকাণ্ডের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বিশ্বব্যাপী এক রোল মডেল।  এলক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে সারা দেশে সাড়ে এগারো মিলিয়ন গাছ লাগিয়েছি।  পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সকলের সহযোগিতায় জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ সফল হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মোস্তফা কামাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ এ.কে. আবদুল মোমেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ ফোরামের বিশেষ দূত আবুল কালাম আজাদ, পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন; অভিযোজন সম্পর্কিত গ্লোবাল সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডাঃ প্যাট্রিক ভেরকুইজেন, বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা গ্রুপের সিভিএফ চেয়ারম্যান ড. সলিমুল হক, জিসিএ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ও সিভিএফের ফোকাল পয়েন্ট আহমদ শামীম আল রাজি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আনিসুর রহমান,  সিভিএফ এবং ভি ২০ প্রোগ্রাম হেড ম্যাথিউ ম্যাককিনন বক্তব্য রাখেন।

 সভায় দেশী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সিভিএফ, ভি ২০, জিসিএ এবং জলবায়ু কূটনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০১৭

**পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ভর্তুকি দেয়া হবে: কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, পাটবীজের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল না থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। দেশে পাটবীজ উৎপাদনের মূল সমস্যা হলো অন্য ফসলের তুলনায় কম লাভজনক হওয়ায় কৃষকেরা চাষ করতে চায় না। পাটবীজে কৃষকদের আগ্রহী করতে ও কৃষকেরা যাতে চাষ করে লাভবান হয় সেজন্য প্রণোদনা বা ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া, পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ‘একটি সমন্বিত প্রকল্প’ গ্রহণের কাজ চলছে।

 কৃষিমন্ত্রী আজ ‘পাটবীজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ভার্চুয়াল সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সময়োপযোগী উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাটের জিনোম আবিষ্কার করেছে। সেই জিনোম ব্যবহার করে দেশের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার ফলন ভারতের পাটজাতের চেয়ে অনেক বেশি। কৃষক পর্যায়ে এসব জাতের চাষ জনপ্রিয় করতে পারলে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেজন্য, এসব দেশিয় জাত দ্রুত জনপ্রিয় করতে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী এসময় কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা, সম্প্রসারণকর্মী ও বিজ্ঞানীদেরকে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য রোডম্যাপ বাস্তবায়নে দ্রুততার সাথে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম বলেন, পাটবীজ চাষের জন্য জমির স্বল্পতা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সুগার মিলের জমি পাটবীজের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

 সভায় জানানো হয়, দেশে বর্তমানে উৎপাদিত পাটের ৮৫ ভাগই তোষা জাতের পাট। এ পাটবীজের চাহিদার প্রায় ৮৫-৯০ ভাগ ভারত থেকে আনতে হয়। এই বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ৫ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ এই ৫ বছরের মধ্যে দেশে ৪ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উচ্চমূল্যের রবি ফসলের পরিবর্তে কৃষক পাটবীজ উৎপাদনে তেমন আগ্রহী হয় না। হিসেব করে দেখা গেছে, তোষা পাটবীজ চাষ করে একর প্রতি কৃষকের নীট লাভ ৪৮ হাজার টাকা, যেখানে ফুলকপি চাষে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা, বাধাকপি চাষে ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা নীট লাভ হয়। তাই পাটবীজ উৎপাদনের পরিবর্তে পাট চাষের সময় কৃষক বাজার থেকে বীজ ক্রয় করে পাট চাষ করা লাভজনক বলে মনে করে।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর-২০১৬

হজে গমনেচ্ছুদের প্রতি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আহ্বান

**অসাধু চক্র থেকে সাবধান থাকুন**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 এবছর পবিত্র হজ পালনে হজ গমনেচ্ছুদের অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে একটি অসাধু চক্রের

অর্থ গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতারণার ঘটনা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নজরে এসেছে। বিষয়টি অনভিপ্রেত এবং সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ বলে মনে করে মন্ত্রণালয়।

 ২০২১ সালের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে আগ্রহী প্রাকনিবন্ধিত ও নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গকে এই চক্রের প্রতারণা থেকে সাবধান থাকার জন্য মন্ত্রণালয় অনুরোধ করছে। পাশাপাশি পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত ২০২১ সালের হজের বিষয়ে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।

#

আবুল কাশেম/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১৩৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০১৫

**নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে**

 **- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এডিপি বা আরএডিপি বাস্তবায়নের শতভাগ অর্জন যেন কাঙ্ক্ষিতভাবেই হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের প্রচার বাড়াতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি এসময় মন্তব্য করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ অনলাইনে বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ৯৮টি প্রকল্প বাস্তাবায়ন করছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৮২টি, টি.এ. প্রকল্প ১০টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৬টি প্রকল্প রয়েছে। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ২৪ হাজার ৭৬৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এ বছরের মার্চ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩ হাজার ৫০৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৭০ শতাংশ ও ভৌত অগ্রগতি ৬১.৯৭ শতাংশ হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মে.জে. মঈন উদ্দিন (অব.), পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দপ্তর প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১৩৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০১৪

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল :

 **মূলবার্তা :**

 “পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত ২০২১ সালের হজের বিষয়ে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন না কবরার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে”- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

#

আবুল কাশেম/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১৩৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর-২০১৩

**রাজশাহীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্রাণসামগ্রী বিতরণ**

রাজশাহী, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে আজ রাজশাহী জেলার বহরমপুর এলাকায় সহায় সম্বলহীন প্রায় ১০০ পরিবারের মাঝে শুকনো ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাজশাহীর স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার তৌহিদুল ইসলাম এর নির্দেশনায় মেজর রিয়াজের উপস্থিতিতে এ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ।

 বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাজশাহীর আয়োজনে আজ ১০০টি অসহায়, দুঃস্থ ব্যক্তি ও পরিবারের মাঝে শুকনো ত্রাণসামগ্রী হিসেবে প্রতিজনকে ৭ কেজি চাল, ২ কেজি আটা, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, আধা কেজি তেল ও ২৫০ গ্রাম করে লবন দেয়া হয়েছে।

 রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩ হাজার পরিবারের মাঝে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

#

তোহিদুজ্জামান/হালিম/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

Handout No. 2012

**Bangladesh offers emergency medicines and medical equipment to**

**India to fight the COVID pandemic**

Dhaka, 29 April 2021:

 In view of the rapidly deteriorating Corona situation in India, the Government of Bangladesh has offered to dispatch on emergency basis medicines and medical equipment for the people of India who are fighting the pandemic across the country. These include approximately 10,000 vials of injectable anti-viral, oral anti-viral, 30,000 PPE kits, and several thousand zinc, calcium, vitamin C and other necessary tablets.

 The Government of Bangladesh expresses deep sorrow and condolences at the loss of lives in India due to the spread of the COVID pandemic. Bangladesh stands in solidarity with close neighbor India at this critical moment and is ready to provide and mobilise support in every possible way to save lives. The thoughts and prayers of the people of Bangladesh are with the people of India for alleviating their sufferings. Bangladesh is interested to provide further support to India, if needed.

#

Tohidul/Parikshit/Shammi/Bipu/2021/1130 hours

Handout No. 2011

**25 July proclaimed as World Drowning Prevention Day**

New York, 29 April 2021:

The United Nations General Assembly adopted unanimously a historic resolution on drowning prevention yesterday. The Permanent Representative of Bangladesh to the UN, Ambassador Rabab Fatima introduced the first ever one-off UNGA resolution on “Global Drowning Prevention” which acknowledges the ‘silent epidemic’ for the first time in UN’s 75-year history. Co-led by Ireland, the resolution was co-sponsored by a total 81 Member States. A new UN Day for drowning prevention, 25 July, was also proclaimed to promote awareness and encourage national action, as well as share best practices and key solutions to drowning. Bangladesh Permanent Mission to the UN in New York has been working since 2018 to ensure that this global and preventable epidemic secures much-deserved political space internationally.

In introducing the resolution at the plenary of the General Assembly, Bangladesh Permanent Representative to the UN Ambassador Rabab Fatima stated that “The Government of Bangladesh recognizes the urgency to have a resolution to generate greater political commitment to prevention of drowning and is honoured to lead this effort at the UN”. Ambassador Fatima, in her remarks, stressed, “We have reduced child mortality rates globally, however, if we cannot bring death from drowning to ‘zero’, our success in primary healthcare, and therefore, achievement of SDG-3 will remain unaccomplished”. In view of the fact that 90 percent of drowning deaths occur in low- and middle-income countries, with Asia carrying the highest burden, Bangladesh Ambassador observed, “Drowning is not just an injury, it is an inequity”.

Since drowning incidents affect mostly poor families, drowning prevention could also contribute to achieving several other SDGs, including SDG-1 on elimination of poverty, Ambassador Fatima remarked. Referring to number of deaths from drowning, which is around 18000 every year in Bangladesh, Ambassador Fatima mentioned that the Government of Prime Minister Sheikh Hasina is working to ensure that no more precious lives are lost to water. It may be mentioned that a cross-governmental taskforce was established on drowning prevention – led by the Ministry of Health and Family Welfare, with representation from 12 departments.

The resolution recognizes that drowning affects every nation of the world and provides a framework for action for an effective response to the unacceptably high number of drowning deaths. The resolution further identifies that drowning is a preventable cause of mortality that disproportionately affects children and adolescents within and among nations. Noting the links between drowning and other global frame works related to sustainable development, climate change, and disaster risk reduction, the resolution presents an important opportunity to make progress towards targets within several of the UN Sustainable Development Goals. In its operative paragraphs, the resolution encourages Member States to, among others, appoint a national focal point for drowning prevention; develop national prevention plan and programmes; enact national laws; create awareness; support international cooperation and promote R&D.

According to the WHO’s latest estimates, drowning is the cause of 235,000 deaths every year. Many countries report drowning as a leading cause of childhood mortality, particularly in children under-5.

#

Parikshit/Shammi/Bipu/2021/1130 hours

তথ্যববিরণী নম্বর : ২০১০

**২৫ জুলাই ‘বিশ্ব ডুবে-মৃত্যু রোধ প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা জাতিসংঘের**

নিউইয়র্ক, ১৬ বৈশাখ (২৯ এপ্রিল) :

 গতকাল পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ বিষয়ক ঐতিহাসিক এক রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে গৃহীত এই রেজুলেশনটি উত্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। রেজুলেশনটিতে পানিতে ডুবে মৃত্যু-কে একটি ‘নীরব মহামারি’ হিসেবে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এধরনের রেজুলেশন এটাই প্রথম। নীরব এই বৈশ্বিক মহামারির বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন গত ২০১৮ সালে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের পাশাপাশি রেজুলেশনটিতে সহ-নেতৃত্ব দেয় আয়ারল্যান্ড আর এতে সহ-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে ৮১টি দেশ।

 রেজুলেশনটি উত্থাপনের প্রাক্কালে প্রদত্ত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বৃহত্তর বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্যে একটি জাতিসংঘ রেজুলেশন গ্রহণের তাগিদ অনুভব করেছিল বাংলাদেশ; আর সে কারণেই এই প্রচেষ্টায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমরা বিশ্বব্যাপী শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছি, আমরা যদি পানিতে ডুবে মৃত্যুহার-কে শুণ্যের কোটায় না আনতে পারি তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের সাফল্য অর্থাৎ এসডিজি-৩ অর্জন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণের মতো ঘটনার ৯০ ভাগ সংঘটিত হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে এবং এশিয়াতে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মর্মে উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যু কেবল দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি বৈষম্য।

 রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, যেহেতু পানিতে ডুবে-মৃত্যুর ঘটনাগুলি দরিদ্র পরিবারকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ করছে, তাই, এটি প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ এসডিজি-১ সহ আরও কয়েকটি এসডিজি অর্জনেও ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১৮ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করছে মর্মে উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, আর যাতে কোনো মূল্যবান জীবনের পানিতে ডুবে মৃত্য না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে শেখ হাসিনা সরকার। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে শিক্ষা, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সসহ ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাক্সফোর্স ‘পানিতে ডুবে মৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল’ প্রণয়ণে কাজ করে যাচ্ছে।

 রেজুলেশনটিতে আরও বলা হয়েছে, পানিতে ডুবে-মৃত্যুর মতো প্রতিরোধযোগ্য কারণেও বিভিন্ন দেশে শিশু ও কিশোর-কিশোরীগণ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। পানিতে ডুবে-মৃত্যু প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, জাতীয় পদক্ষেপকে উৎসাহিত করা এবং এ বিষয়ক সর্বোত্তম অনুশীলন ও সমাধানসমূহ পারষ্পরিকভাবে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে ২৫ জুলাইকে ‘বিশ্ব ডুবে-মৃত্যু প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে সাধারণ পরিষদ। এতে পানিতে ডুবে-মৃত্যু রোধ পদক্ষেপটির সাথে টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত বৈশ্বিক কাঠামোগুলোর সংযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশ কয়েকটির অর্জনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটি তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। রেজুলেশনটির অপারেটিভ অনুচ্ছেদে পানিতে ডুবে-মৃত্যু প্রতিরোধে জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ, জাতীয় প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি উন্নয়ন, জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন, সচেতনতা তৈরি করা, আন্তর্জাতিক পদক্ষেপকে সহযোগিতা করা এবং এ বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সদস্য দেশসমূহকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

 বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে প্রতিবছর ২ লাখ ৩৫ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করছে। বিশ্বেও বেশ কয়েকটি দেশে পানিতে ডুবে-মৃত্যু শিশু মৃত্যু বিশেষ করে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

#

পরীক্ষিৎ/শাম্মী/বিপু/২০২১/১১০০ ঘণ্টা